ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৬৯১
আগরতলা,১৪ মে,২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

‘‘কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ সত্ত্বেও হাসপাতালে সংকট জেনেরিক মেডিসিন,’’এই শিরোনামে গত ১৩ মে, ২০২৫ দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। এ বিষয়ে দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো হয়েছে, জিবিপি হাসপাতালের জেনেরিক মেডিসিন কাউন্টার ত্রিপুরা মার্কফেড এর নিয়ন্ত্রণাধীন। তা সত্ত্বেও জিবিপি হাসপাতালে জেনেরিক মেডিসিনের সরবরাহ বজায় রাখার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হাসপাতালে আরকেএস ফার্মা ও আরকেএস ফার্মাসি নামে আরও দুইটি মেডিসিন কাউন্টারের অনুমোদন দিয়েছে। মেডিসিন কাউন্টার চালু করার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। দরপত্র চূড়ান্ত হয়ে গেলে জেনেরিক কাউন্টারগুলি চালু হবে। ডি.পি.সি.ও. ওষুধ ছাড়া এই ফার্মেসিগুলিতে ৩৩% রিবেটে ওষুধ পাওয়া যায়। ডি.পি.সি.ও. ওষুধের মূল্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত। জিবিপি হাসপাতালের আউটডোর ও ইনডোরের রোগীদের অধিকাংশ ওষুধই হাসপাতাল থেকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

এদিকে প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা মার্কফেডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত ১৩ মে, ২০২৫ পর্যন্ত ত্রিপুরা মার্কফেড পরিচালিত সমস্ত ওষুধের কাউন্টার এবং সেইসাথে বাধারঘাটস্থিত কেন্দ্রীয় স্টোরেও বিভিন্ন ওষুধ উপলব্ধ রয়েছে। প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে যে মাত্র ১ থেকে ২টি আইটেমের ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে, এই অভিযোগটি সঠিক নয়। ত্রিপুরা মার্কফেডের ব্যবস্থাপনা প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ওষুধের নিয়মিত সরবরাহের জন্য সর্বদা পিএমবিআই (বিপিপিআই, গুরগাঁও)-এর সাথে যোগাযোগ রেখে চলেছে। কিন্তু বিপিপিআই প্রয়োজন অনুযায়ী ওষুধ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে ওষুধের ঘাটতি দেখা দেয়। ত্রিপুরা মার্কফেড একটি দায়িত্বশীল সংস্থা হিসাবে সমস্ত কাউন্টারে জেনেরিক ওষুধের নিয়মিত সরবরাহ করতে বাধ্য। কিন্তু পিএমবিআই থেকে অনিয়মিত সরবরাহের কারণে সমস্ত কাউন্টারে ওষুধ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হচ্ছে বলে মার্কফেড থেকে জানানো হচ্ছে। ত্রিপুরা মার্কফেড সংস্থাটি রাজ্য জুড়ে এই সংস্থার পরিচালিত সমস্ত ওষুধের কাউন্টারগুলির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে জেনেরিক ওষুধ সরবরাহ করার জন্য সর্বদা চেষ্টা করছে এবং রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালে জেনেরিক ওষুধের কাউন্টার খোলার প্রচেষ্টাও চালাচ্ছে।

*****